কবিতা

রবীন্দ্রনাথ

ফজল-এ-খোদা

আমার কার্যত আর কিছু নেই
কথাগুলি সব বলা হয়ে গেছে
গানগুলি সব গাওয়াও হয়েছে
দৃশ্যগুলি সব দেখা হয়ে গেছে
স্বপ্নগুলি সব বিবৃত হয়েছে
কল্পনা যা হতে পারে হয়ে গেছে....

শূন্য কলসিটা বাজছে কেবল
খ্যান খ্যান খ্যান্‌তা খ্যাচাং!
আমি তাতেই নেচেকুঁদে আটখান
জয় গুরু সঙ্গী-সর্বসাক্ষীজন।

আমার সবুজ ভালোবাসা

মাকিদ হায়দার

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না
যাবো কি যাবো না

এমন সময় কোকিলের গান শুনে
আমার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে, কিছু সময় চিন্তা ভাবনা করে
মনে মনে ঠিক করলাম, আমাকে যেতেই হবে

আমার ভাই এবং বোনদের আমাদের
পিতামাতা বলে গিয়েছেন
ঘর থেকে বেরুবার সময়-যদি দেখিস
খালি কলস দাঁড়িয়ে আছে একা
তখুনি ভেবে নিবি পণে বিপদ, হতে পারে।

সে যাত্রায় খালি কলস চোখে না পড়ায়
দৌড়ে রাস্তায় এসে দেখি, হাজার হাজার লোক
সকলেই উচ্চস্বরে বলছে, জয় বাংলা, বাংলার জয়।

পাহারারতদের একজন বললেন, আজ থেকে আমরা স্বাধীন।
তাকিয়ে দেখি সকলেই এসেছে রাজপথে,

সকলের হাতে একটি সবুজ ভালোবাসা

সকলের মুখে শুনলাম

স্বাধীনতার গান

ব্যক্তিগত লিরিক

শাফিকুর রাহী

এক অকালেই আমার সকল ভালবাসার গান থেমে যায়,
সুখ-আনন্দ হাসির জীবন ও বরাতে জোটে না হায়।
সারা জনম কাটে আমার দুখের ভেলার সাঁতায় কেটে
নিরানন্দে দিন কেটে যায় অচিন পথে কষ্টে হেঁটে।
কোন আকাশের ছায়াতলে কোন নীলমার মায়ার কোলে,
দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি কিসব অমানিশায় চন্দ্র দোলে?
শোক দুখেরই দুঃসহকাল আঁধার কেটে কার যে পানে;
হয় ধাবিত মনটা আমারা, কি কারণে, কেউ কি জানে!

কোন তপস্যায় জ্ঞানের সুধা পান করে আজ একলা একা;
অনন্ত এক শোক-যাতনায় মনোকষ্টের পয়ার লেখা;
কার বেহায়া নষ্ট নেশায় ভস্ম হলো সুখের ফাগুন;
ছয় ঋতুতেই জ্বলে আমার বুকের ভেতর তুষের আগুন!
হানলো কেগো কঠিন কুঠার; আকাঙ্ক্ষারই আকাশ নীলে;
পবিত্র সুখ কোথায় লুকায় কোন অধরা রমণ-ঝিলে?
রমণ ক্ষুধার নীল অনলে জ্বলছি কেবল দিন রজনী,
তবু দারুণ স্বপ্নে বিভোর নতুন দিনের যাত্রি আমি।

কেন আমি এতোটাকাল অকারণে বেঁচে আছি;
আমার গভীর ভালোবাসায় বসলো এ কোন নষ্ট মাছি?
তাইতো আমি পণ করেছি এখান থেকে বিদায় নেবো,
বিশ্ববিধাতারই আইন নিজের হাতে তুলে নেবো।
তাও হয়তো লোকালয়ের অন্তরালে নিজের মতো,
অব্যক্ত সেই কষ্টাগুণে হাসবো কাঁদবো অবিরত!
জানবে না কেউ দেখবে না আর অপদার্থ মানুষটারে;
নিজের মাঝে লুকিয়ে নিজে দেখবো রঙিন জগতটারে।

কবিতা

মাটির ভালবাসা

জাকিয়া সুলতানা পারুল

কি হবে বুকের ভেতর বিচ্ছেদের দেয়াল তুলে
কি হবে বুকের জমিনে প্রতিহিংসার পেরেক ঠুকে
কি হবে বল, কি হবে?

প্রাণ পাখী এই পিঞ্জরা ছেড়ে চলে গেলে
জানি লোবান তার সুরভি ছড়াবে বাতাসের গায়ে,
চোখের কোটরে জমা বেদনার অশ্রু জলও
বইবে কপোলের আঙ্গিনায়।
তখন বরফের মত ঠান্ডা এই শরীর
কি সুরভী ছড়াবে সবার মনে
যদি প্রতিহিংসার দেয়াল তুলি বুকের জমিনে?
কি হবে আর চোখের ভেতর ঈর্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে
বলেছিতো, প্রদীপ হীন মাটির অন্ধকার ঘরে
যেতেই তো হবে অনিবার্য্যভাবে, সঙ্গী-সাথী হীন।

তুমি আর ঈর্ষার প্রদীপ জ্বালিও না
তোমরা আর প্রতিহিংসা পতাকা তুলোনা
ভালবেসে ভালবাস সবাইকে,
কুরবানী দাও স্বার্থপরতার, হীনতার, নীচুতার
সুরভী না ছড়াক,
মাটিতো বাসবে ভাল মায়ের মতন ॥

স্বপ্ন পাখি

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

পর্যটক পর্যবেক্ষণে আসে
স্বপ্নের রাঙা পাখি!
প্রিয়ার চকিত চাওনির মতো
ভাসে তার আঁখি,

অনিন্দ্য স্থাপনা ভাসে
সুরমা নদী'র পাশে।
স্তব্ধতার মনোসুরে
ঘুরে ঘুরে.....
শুনায় তালবিহীন সঙ্গীত
প্রেয়সীর স্বপ্ন যেন চোখের ইঙ্গিত।

বোশেখের আমন্ত্রণে

খান চমন-ই-এলাহি

একতারা মন তার স্বপ্ন আঁকে
আকাশ রঙে-নীল নীল ভালবাসায়
সজীব ঘাস-ফুল কিংবা রমনা-গ্রীনে
লুকোচুরি মেঘের জোছনা আলোয়
সজীব ঘাস-ফুল কিংবা রমনা গ্রীনে।

স্বপ্ন আঁকে
যে স্বপ্ন উদাস দুপুর ছুঁয়ে
নগর যুবতীর সাজঘর হয়ে খুজতে থাকে
মানব জমিন-লোকজ ধারা।

স্বপ্ন আঁকে
যে স্বপ্ন বিস্তৃত জোড়া মাঠের মতো
শস্য ভান্ডার হয়ে
যুগল বন্দি হৃদয়-উৎসব ফিরে পায়
বোশেখের আমন্ত্রণে।

সমুদ্র বিমুখ

ফারুক হোসেন

সমুদ্রের বিশালতার মতো,তোমার ছুঁটে যাওয়া মনটা,
কখনো সখনো হৃদয়ের গহীনে
নোঙর করে ফিরে, স্মৃতির মাঝে মনকে
উদ্বেলিত করে মুহূর্তেই
সেভাবে রমনী তার হাসিমাখা মুখ
ফিরে তাকায় বারে বারে।
পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের কালে
মনে পড়ে এসেছিলাম একদিন,এই সমুদ্র বিলাসে।
তখন আকাশ ছিলো টালমাটাল
উন্মুক্ত যৌবনের পলাতম সেই ভালোবাসা
স্মৃতিপটে বারে বার একাকী ফিরে আসা।